সমুন্নয়ের বাজেট বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানে ইব্রাহিম খালেদ

দেশের সিংহভাগ অর্থের মালিক কয়েক হাজার পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের সিংহভাগ অর্থের মালিক কিছু পরিবার। আর এই পরিবারের সংখ্যা 'কয়েক হাজার' বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর ও কৃষি ব্যাংকের বর্তমান চেয়ারম্যান ইব্রাহিম খালেদ।

তিনি বলেন, এই গোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রাপ্য কর আদায় করতে পারলে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) করের অনুপাত আরও বাড়বে।

ইব্রাহিম খালেদ উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'আমার জানামতে, একজন আইনজীবী আদালতে দাঁড়ালেই পাঁচ লাখ টাকা নেন। কিন্তু তিনি বছরে মাত্র ৬২ হাজার টাকা আয়কর দেন। অথচ তাঁর কয়েক কোটি টাকা কর দেওয়ার কথা। এসব ধনিক শ্রেণীর কাছ থেকে কর আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।'

গতকাল শনিবার বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সমুন্নয় ও উন্নয়ন সমন্বয়ের বাজেট পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ইব্রাহিম খালেদ এসব কথা বলেন। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানে সমুন্নয়ের পক্ষে বাজেট পর্যালোচনা করেন ইউনাইটেড ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এ কে এনামুল হক। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সমুন্নয়ের আরশাদ হোসেনসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

সরকার পরিচালনা ব্যবস্থাপনার সমালোচনা করে ইব্রাহিম খালেদ বলেন, 'এখন সরকারের পেছনেও আরেকটি সরকার আছে। সম্পদশালী কয়েক শ পরিবার সরকারকে পরিচালনা করে। তারা অত্যন্ত মেধাবী ও চৌর্যবৃত্তিতে পরিপক্ক।'

খালেদ বলেন, অর্থমন্ত্রীর গত দুটি বাজেটের মূল দর্শন ছিল গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙা করা।

ইব্রাহিম খালেদ

সরকার তাতে সফল হয়েছে। কিন্তু এবারের বাজেটে সেই দর্শনের বিচ্যুতি হয়েছে।

ইব্রাহিম খালেদের মতে, গত দুটি বাজেটে নানা ধরনের ভর্তুকি কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষককে মূলধন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করা হয়েছে। এখন গ্রামের কৃষকের অবস্থা পাল্টে গেছে। টাকার প্রয়োজনে আগে তাঁরা ধান মাঠে থাকতেই কম দামে বিক্রি করে দিতেন।

এই প্রসঙ্গে উদাহরণ টেনে ইব্রাহিম খালেদ বলেন, ৮০০ টাকা করে ভর্তুকি এখন সরাসরি কৃষকের ব্যাংক হিসাবে চলে যাচ্ছে। কষ্ট হলেও কৃষকেরা সেই টাকা খরচ করেন না। এক কোটি কৃষকের সেই সঞ্চয় এখন বিরাট সঞ্চয়ে পরিণত হয়েছে।

এবারের বাজেটে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙা করার দর্শনের বিচ্যুতি হয়েছে উল্লেখ করে ইব্রাহিম খালেদ বলেন, কৃষকদের ভর্তুকির মতো প্রণোদনায় ব্যয় আরও বাড়ানো যেত। আরও দু-তিন বছর পর এই ভর্তুকি ক্রমান্বয়ে কমালে অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হতো। তাঁর মতে, শহর আর গ্রামের অর্থনীতির বৈষম্য গত দুই বছরে অনেকটা কমেছে।

কালো টাকা সাদা করা প্রসঙ্গে ইব্রাহিম খালেদ অভিমত দেন, 'হালাল টাকা'ও অনেক সময় আয়করের ভাষায় কালো হয়ে যায়। বলেন, 'অনেকে কষ্টের টাকায় এক কোটি টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনে নিবন্ধনের সময় ২৫ লাখ টাকা দেখানো হয়। আয়কর ভাষায় বাকি ৭৫ লাখ টাকা তো কালো টাকা।'

এক প্রশ্নের জবাবে এনামুল হক বলেন, কালো বা সাদা সব টাকাই বিনা প্রশ্নে প্রচলিত হারে কর দিয়ে ঘোষণায় আনার সুযোগ দেওয়া উচিত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাজ কর আদায় করা। আর সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার দায়িত্ব অনৈতিকভাবে আয় করা ব্যক্তিকে আইনের আওতায় আনা।

এনামুল হক আরও বলেন, প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী আগামী বছর মানুষের ওপর করের বোঝা বাড়বে। এটা আগামীতে আরও বাড়বে। কেননা, রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যয় বাড়ছে।

এ ছাড়া বাজেট বাস্তবায়নে ঝুঁকি রয়েছে উল্লেখ করেন এনামুল হক বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বের বিষয়টি বাজেট থেকে পাওয়া যাবে না। ভবিষ্যতে আরও বেশি দামে জ্বালানি তেল আমদানি করতে হবে। এ জন্য সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আরও কর আদায় করা হবে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন সম্পর্কে সমুন্নয়ের বাজেট পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কৌশলে পরিবর্তন আনা উচিত। আগামী এডিপিতে মাত্র ৭৭টি নতুন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। যার মানে সরকার বিনিয়োগ পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন আনেনি।